দৈনিক ইনকিলাব

৬

তারিখ OCT 10 1999
পৃষ্ঠা কলাম

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্স ৪ বছর করা হচ্ছে না

সালাহউদ্দীন বাবলু ॥ প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও রহস্যজনক কারণে প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্সকে ৪ বছর মেয়াদে উত্তীর্ণ করা হচ্ছে না। ফলে দীর্ঘ আড়াই বছর আগের এ ঘোষণাটি বাস্তবায়নে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নানা টালবাহানা করায় দেশের ডিপ্লোমা প্রকৌশলীবৃন্দসহ সকল পলিটেকনিকের ছাত্র-শিক্ষকরা বর্তমানে আন্দোলনে নেমেছেন।

জানা গেছে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষ একটি আমলাচক্রের ষড়যন্ত্রের কারণে প্রধানমন্ত্রীর ঐ যুগোপযোগী সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। ডিপ্লোমা প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দ এবং পলিটেকনিক শিক্ষকরা জানান, নানামুখী চাতুর্যপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের উক্ত মহলটি প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্স ৩ বছর ২ মাসের বর্তমান মেয়াদ থেকে বাড়িয়ে ৪ বছর করার ক্ষেত্রে অযথা বাধা দিচ্ছে। অথচ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে, ইতোপূর্বেকার ঘোষণাটি বাস্তবায়নের, অগ্রগতি জানার জন্য এ পর্যন্ত ৪ দফায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ১৪-এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্স ৪ বছর করা হচ্ছে না

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এজন্য বিরাট অংকের এক কাল্পনিক বাজেট দাঁড় করিয়ে কোর্সটি যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনে মধ্যম পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে পলিটেকনিক শিক্ষা তথা প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্সকে ৩ বছরের স্থলে ৪ বছরে রূপান্তরের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার পর পর তা দ্রুত বাস্তবায়ণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তাগাদা সত্ত্বেও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ এ কোর্সটিকে ৪ বছরে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা না করে বরং সুকৌশলে এর বিরুদ্ধাচরণ করতে এজন্য বিরাট অংকের ব্যয় সম্বলিত বাজেট দাখিল করে। তার দেয়া হিসেব মতে, ৩ বছর থেকে ৪ বছর মেয়াদে কোর্সটি এখনি চালু করতে হলে ১শ' ৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে। তবে এ বিষয়ে ঐ অধিদপ্তরেরই পূর্বতন মহাপরিচালক ইতোপূর্বে সরকারকে হিসেব দিয়েছিলেন যে, ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স ৪ বছরে উন্নীত করা হলে সাড়ে ২৪ কোটি টাকার বেশী অতিরিক্ত ব্যয় করার প্রয়োজন হবে না।

এদিকে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের জাতীয় সংগঠন ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) 'কোর' নামের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে স্টাডি করিয়ে দেখেছে, ৩ বছরের ঐ কোর্সটি ৪ বছরে উন্নীত করা হলে মাত্র ১০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত ব্যয় হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'কোর' অর্থাৎ সেন্টার ফর অক্যুপেশনাল রিসার্চ এ্যান্ড এডুকেশন ২০টি পলিটেকনিকের অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সম্ভাব্যতা যাচাই করে ৪ বছরের কোর্স বাস্তবায়নে মাত্র ১০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করে। এই রিপোর্টে বলা হয়, প্রথম ২ বছরে এ খাতে কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বা অন্য কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বর্তমান ডিজির প্রদত্ত বিশাল বাজেট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়লে তিনি পরবর্তীতে ১শ' ৩ কোটি টাকার স্থলে এখন ৪৪ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে শিক্ষামন্ত্রণালয়ে সম্প্রতি নতুন করে আরেকটি চিঠি দিয়েছেন। কারিগরি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন বর্তমান ডিজির দু'বার দেয়া দু'ধরনের অতিরিক্ত অর্থের হিসেব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং তা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও ঘোষণাকে অকার্যকর করার একটি অপকৌশল মাত্র। তারা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে উক্ত ঘোষণা বাস্তবায়নের তাগিদের বিপরীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত খরচ, লোকবল, সম্পদ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি চাইলেও মহাপরিচালক এ ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজস্ব কিছু মতামত জুড়ে দিয়ে বিষয়টিকে অন্যের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বাজেট দাখিলের সাথে মন্তব্য করেছেন, 'শিক্ষানীতি এবং টাস্কফোর্সের সুপারিশের আলোকে এ ব্যাপারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন হবে।' উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষা নীতিতেও প্রকৌশল ডিপ্লোমাকে ৪ বছরে রূপান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টাস্কফোর্স কমিটি দেশের জব মার্কেট স্ট্যাডি করেও এ কোর্স ৪ বছরে উন্নীত করার পক্ষে জোরালো মত দিয়েছেন। পলিটেকনিক শিক্ষকেরা জানিয়েছেন এদেশে তৎকালীন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর ছিল। কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় চালুর পর স্বার্থান্বেষী একটি মহল দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনায় না রেখে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ডিপ্লোমা কোর্সকে ৩ বছরে রূপান্তর করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিবর্তন আবারও এই কোর্সকে ৪ বছরে রূপান্তর করার যৌক্তিকতা এনে দিয়েছে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কোর্স ৪ বছর করা হলে দেশে আর্থিকভাবে লাভবান হবে, দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মান বৃদ্ধি ও গতিশীল হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের কারিগরি জনশক্তি সমাদৃত হবে।

এদিকে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর যখন ৪ বছরের প্রস্তাবিত কোর্সটির বাজেট নিয়ে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে ব্যস্ত তখন কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য একটি বাস্তবসম্মত প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে পেশ করেছে। তাতে জানানো হয়েছে, বর্তমান ১৯৯৯-২০০০ সেশন থেকেই ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা সম্ভব। এজন্য তাদের প্রস্তুতি নিতে মাত্র ১ মাস সময় প্রয়োজন হবে এবং সে লক্ষ্যে তারা কোর্স স্ট্রাকচারসহ অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ এগিয়ে নিতে বর্তমানে তৈরী হচ্ছেন। এই কোর্স চালু হলে আগামী ২ বছরে অতিরিক্ত কোন ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না বলেও তারা উল্লেখ করেছে। অথচ প্রধানমন্ত্রীর ঐ ঘোষণা ও নির্দেশের পর গত আড়াই বছরেও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্স ৪ বছরে উন্নীত করার কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং আইডিই-র ৭০ সহস্রাধিক প্রকৌশলীও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ায় বর্তমানে তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তীব্র গতিতে সারাদেশে বিস্তার লাভ করছে।